তাওয়াফ ও যেয়ারত

(হজ্ব, ওমরাহ্ ও যেয়ারতকারীগণের জন্য)

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

বিনামূল্যে প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা

প্রকাশক:

SAF

সালমা-আদিল ফাউন্ডেশন

রোড নং-১৪৩, প্লট-৮/এ
গুলশান-১, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯১৭-৭০৭৭৮৪

চট্টগ্রাম

বাড়ি-১০, রোড-০৩,
রোজ ভ্যালী আবাসিক এলাকা,
জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম-৪২২৫
মোবাইল : ০১৭১৩-১১৫৬০১
০১৮৪১-২৪৪৩৫৫

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৮ জানুয়ারি চট্টগ্রামের বাঁশখালীস্থ খান বাহাদুর বাড়িতে (সাবেক উজির বাড়ি)। পবিত্র আরব ভূমি থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের এতদঞ্চলে আগত মহান হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (র.)'র বংশধর তিনি। ব্রিটিশ আমলে দু'দুবারের পার্লামেন্ট সদস্য, উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমিরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র। দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণ ও দৈনিক আজাদীতে সাপ্তাহিক কলাম লেখা ছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে আসছেন। এ পর্যন্ত তার ৩৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও ১১টি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৬ শত। এতদ্ব্যতীত, তিনি একাধিক স্মরণিকা / স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনা দিক নির্দেশনা দান করেন।

জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে ১৮টি ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎমধ্যে বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা ফাযিল মাদ্‌রাসা ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠান তরিক্বতের খানকাহ, জামে মসজিদ, এতিমখানা, হেফজখানা, একাডেমী (কিন্ডারগার্টেন) প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৪ সাল থেকে।

এতদ্ব্যতীত, তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১৯৮৮ সাল থেকে দীর্ঘ ২৭ বছর সভাপতি পদে আসীন থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখেন। তিনি দেশে বহুল পরিচিত সাড়া জাগানো ৭টি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে মানব কল্যাণে সেবাদান করে আসছেন।

বর্তমানে তিনি দেশের ১১টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তেমনি তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত ৮টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্য। এসবের পরও তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে সেবা দিয়ে আসছেন। তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ সফর করেন। তৎমধ্যে ইরান ও তুরস্কে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে সফর করেন।

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

- তাওয়াফ ও যেয়ারত-১৯৯৮ (১৯ তম প্রকাশ)-২০২৪
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ১ম ও ২য় খন্ড- ১৯৯৯
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৩য় ও ৪র্থ খন্ড-২০০১
- হজ্ব ও যেয়ারত-২০০২
- গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (রহ.)-২০০৩ (৩য় প্রকাশ)-২০১৬
- চট্টগ্রামের কথা-২০০৪
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড-২০০৪
- মক্তুবাতে হামেদী মজিদী-২০০৪
- গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) (সেমিনার স্মারক)-২০০৪
- মোবারক স্মৃতি -২০০৫ (২য় প্রকাশ) -২০০৬
- পাক-ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ ১ম খন্ড-২০০৫
- শানে ওয়াইসী (রহ.)-২০০৫
- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী-২০০৭ ৪র্থ প্রকাশ-২০১৫
- Shan-E-Wasi (Published from India)-2007
- বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ১ম খন্ড (মিশর, জর্দান, ইরাক, ফিলিস্তিন)-২০০৭
- Hajj: Omrah: Ziarah-2007
- কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৭ম খন্ড-২০০৯
- ধর্মকথা-১ম খন্ড-২০০৯
- আয়নায়ে দরবারে গারাংগিয়া-২০১১
- ওসমানিয় সাম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক-২০১১
- শানে রাহমাতুললিল আলামিন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত)-২০১১ (২য় প্রকাশ)-২০১৪
- পারস্য থেকে ইরান -২০১২ (বর্ধিত সংস্করণ)-২০২১
- ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ (২য় খন্ড) ২০১২
- Turkey: An Osmanian Empire -2012
- শানে ওয়াইসী (ইসলামিক ফাইন্ডেশন প্রকাশিত)-২০১২
- নিষ্প্রাণ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর-২০১২
- চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহণ:ইতিকথা-অধিকার-দাবী-২০১৩
- ইস্তাম্বুল কোনিয়ার পথে প্রান্তরে -২০১৪
- In and Around Istanbul & Konya-2015
- ঐতিহ্যের চট্টগ্রাম-২০১৬
- Hajj Pilgrimage Via Chittagong Port (Arabic & English)-2018
- ইসলামের বিকাশ বিশ্বময়-২০১৯
- ওয়াইসী হয়ে আজমগড়ী সিলসিলা-২০২০, (২য় প্রকাশ)-২০২১
- নবী পাক (স.) এর প্রিয় দেশ ইয়েমেন-২০২১
- ইমাম অলি দরবেশের দেশ উজবেকিস্তান-২০২১
- হযরত সৈয়দ আবদুল বারী (রহ.) আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী-২০২২
- Waisy Hoye Azamgori Silsillah-2023
- সংবাদপত্রে তুরস্কের শত প্রবন্ধ-২০২৪

তাওয়াফ ও যেয়ারত

(হজ্ব, ওমরাহ্ ও যেয়ারতকারীগণের জন্য)

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

❑ প্রকাশক:
সালমা-আদিল ফাউন্ডেশন
রোড নং-১৪৩, প্লট-৮/এ, গুলশান-১, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯১৭-৭০৭৭৮৪

❑ ১ম প্রকাশ : ১৯৯৮
❑ ২য় প্রকাশ : ১৯৯৮
❑ ৩য় প্রকাশ : ১৯৯৯
❑ ৪র্থ প্রকাশ : ২০০১
❑ ৫ম প্রকাশ : ২০০৩
❑ ৬ষ্ঠ প্রকাশ : ২০০৫
❑ ৭ম প্রকাশ : ২০০৯
❑ ৮ম প্রকাশ : ২০১১
❑ ৯ম প্রকাশ : ২০১২
❑ ১০ম প্রকাশ : ২০১২
❑ ১১তম প্রকাশ : ২০১৩
❑ ১২তম প্রকাশ : ২০১৪
❑ ১৩তম প্রকাশ : ২০১৬
❑ ১৪তম প্রকাশ : ২০১৮
❑ ১৫তম প্রকাশ : ২০১৯
❑ ১৬তম প্রকাশ : ২০২১
❑ ১৭তম প্রকাশ : ২০২২
❑ ১৮তম প্রকাশ : ২০২৩
■ ১৯তম প্রকাশ : ২০২৪

❑ মুদ্রণে: সুচিত্রা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৭১২-৯০০৫৭৬

❑ বিনামূল্যে হাদিয়া প্রদান

বর্তমানে প্রকাশনা ব্যয় বহুল। কাজেই হজ্ব, ওমরাহ্ ও যেয়ারতের পর পুস্তকটি নিজের কাছে না রেখে অন্য কোন হজ্ব, ওমরাহ্ ও যেয়ারতকারীকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

তালবিয়ার দোয়া

لَبَّيْكَ،اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ: লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নে'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শরীকা লাক্।

অর্থ: আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার। তোমার কোন শরীক নেই।

বি. দ্রঃ পুরুষগণ এ তালবিয়া উচ্চস্বরে এবং মহিলাগণ আস্তে আস্তে পড়বেন

সমর্পণ

প্রকাশকের
মুরব্বীগণের উচ্চ মর্যাদা এবং
সন্তান-সন্ততির কল্যাণ কামনায়
অত্র **“তাওয়াফ ও যেয়ারত”** পুস্তক
মহান আল্লাহর দরবারে
সমর্পণ করা হল

লেখকের কথা

সম্মানিত-

হজ্ব, ওমরাহ্ ও যেয়ারতের যাত্রী।

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসা **"তাওয়াফ ও যেয়ারত"** পুস্তকখানা পাঠকের হাতে পেশ করে আসছি। হজ্ব, ওমরাহ্ ও যেয়ারতের সফরে পুস্তকটি যথাযথ দোয়া-দরূদ সম্বলিত হওয়ায় পাঠকের জন্য খুবই উপকারী হচ্ছে মনে করি। অত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত দোয়াসমূহ হাদীস শরীফ এবং শত, হাজার বছর আগের বুযর্গানেদ্বীনের প্রবর্তিত দোয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বিধায় আল্লাহর মেহেরবাণীতে তা সর্বমহলে সমাদৃত হয়।

দেশের বহু বিজ্ঞ আলেমও এ পুস্তক প্রকাশ অব্যাহত রাখতে আমাকে উৎসাহিত করেন।

বস্তুতঃ হজ্ব, ওমরাহ্ তাওয়াফ ও সায়ী করতে দোয়াগুলো পড়া মোস্তাহাব মাত্র।

এতে দোয়াগুলোর আরবী না বুঝলে অর্থ পড়া শ্রেয়। আরবীর বাংলা উচ্চারণ যথাযত হয়না বিধায় না পড়া উত্তম। যদিওবা অবস্থার প্রেক্ষিতে কতেক জায়গার বাংলা উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে।

আশাকরি পবিত্র মক্কা মুকাররমায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সায়ী এবং পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় রওজা পাকে সালাম পেশ সহ হজ্ব, ওমরাহ্ ও যেয়ারতের ক্ষেত্রে পুস্তকটি সহায়ক হবে।

এ পুস্তকের উসিলায় মহান আল্লাহপাক আমার মরহুম মাতা-পিতাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। সাথে সাথে আমার ও আমার পরিবারবর্গের উপর কল্যাণ দান করুন।

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
বাড়ী-১০, সড়ক-০৩
রোজ ভ্যালী আবাসিক এলাকা
জাকির হোসেন রোড, খুলশী,
চট্টগ্রাম-৪২২৫
01713-115601, 01841-244355
aislam@kbhouse.info
/AhmadulislamChowdhury
www.ahmadulislamchowdhury.info

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ঈমানের পর ইসলামের চার বড় ফরজ, যথা-
১। নামাজ ২। রোজা ৩। হজ্ব ৪। যাকাত।
অতএব, হজ্ব ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ

অর্থঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্ব করা সে সব মানুষের উপর ফরজ, যাদের তথায় পৌঁছবার মত সামর্থ আছে। সূরা আল ইমরান আয়াত নং-৯৭।।

নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন, যার প্রকাশ্য শরয়ী কোন ওযর বা অভাব নেই, জালেম সরকার যাকে আটকে রাখেনি অথবা রোগ যাকে শয্যাশায়ী করে রাখেনি, সে যদি হজ্ব না করে মারা যায়, তবে সে ইহুদী বা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক (তাতে কিছু যায় আসে না)।

- “যে আমার কবর যেয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে”।
- “আমার ওফাতের পর যে হজ্ব করত: আমার কবর যেয়ারতে আসবে, সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল”।
- “যে হজ্ব করল অথচ আমার যেয়ারত করল না, সে আমার উপর অবিচার করল”।
- “যে আমার যেয়ারত করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার পড়শী হয়ে থাকবে”।
- “যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায ধারাবাহিকভাবে (মাঝখানে কোন ওয়াক্ত বাদ না দিয়ে) পড়বে, তাকে আখেরাতে জাহান্নামের আজাব হতে এবং দুনিয়াতে মোনাফেকী নামক ব্যাধি হতে মুক্তি দেয়া হবে”।

বি.দ্রঃ পুস্তকে নিয়ত শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হবে। নিয়ত অর্থ: ইচ্ছা করা, আকাঙ্খা করা।

হজ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হজ্বের প্রকারভেদঃ হজ্ব ৩ প্রকার, যথা -

১। ক্বেরান ২। তামাত্তো ৩। এফরাদ।

১। ক্বেরানঃ মীকাতের বাহির থেকে এহরাম পরে হজ্ব ও ওমরাহ্'র একসাথে নিয়তসহ মক্কা মুকাররামা পৌঁছে ওমরাহ্ শেষ করে এহরাম অবস্থায় থেকে হজ্বের সময় হজ্ব করা।

২। তামাত্তোঃ মীকাতের বাহির থেকে প্রথমে শুধু ওমরাহ্'র নিয়তে এহরাম পরা। মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে ওমরাহ্'র আহকাম শেষ করে এহরাম মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক নিয়মে হজ্বের জন্য অপেক্ষায় থাকা। হজ্বের সময় হলে পুনঃ হজ্বের নিয়তে এহরাম বেঁধে হজ্ব করা।

৩। এফরাদঃ মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকারী ওখান থেকে এবং মীকাতের বাহিরের লোকজন মীকাতের বাহির থেকে শুধু হজ্বের জন্য এহরাম পরা। মক্কা মুকাররমা পৌঁছে এহরাম অবস্থায় হজ্বের জন্য অপেক্ষা করে হজ্বের সময় আসলে হজ্ব করা।

বি.দ্রঃ এফরাদ হজ্বের চেয়ে তামাত্তো হজ্ব উত্তম। তামাত্তো হজ্বের চেয়ে ক্বেরান হজ্ব উত্তম।

হজ্বের ফরজ

হজ্বের ৩ ফরজ; যথা:

(১) হজ্বের উদ্দেশ্যে এহরাম পরা।

(২) ৯ যিলহজ্ব দুপুরের পর আরাফাতে অবস্থান করা।

(৩) ১০ থেকে ১২ যিলহজ্বের মধ্যে কাবা শরীফের তাওয়াফে যেয়ারত আদায় করা।

হজ্বের ওয়াজিব

হজ্বের ৬ ওয়াজিব; যথা : (১) ৯ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মুজদালিফায় পৌঁছে সোব্হে সাদেকের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করা। (২) ১০,১১,১২ যিলহজ্ব নিয়ম মতে (শয়তানের প্রতি) পাথর নিক্ষেপ (রমি) করা। (৩) হজ্বে তামাত্তো ও ক্বেরানকারীগণ দমে শুকরিয়া (হজ্বের কোরবানী) করা। (৪) ১০ যিলহজ্ব এহরাম খোলার জন্য মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা। (৫) সাফা-মারওয়া সায়ী করা। (৬) মক্কা মুকাররামার বাইরের হজ্বযাত্রীগণ হজ্বের পর মক্কা মুকাররামা থেকে বিদায়কালীন তাওয়াফ (তওয়াফে সদর) করা। উল্লেখ্য, ফরজ ছুটে গেলে হজ্ব হবে না। ওয়াজিব ছুটে গেলে দম দিতে হবে।

এহরামের বিবরণ

এহরামের প্রস্তুতিতে হাজামত ও গোসল সুন্নত। হজ্ব ও ওমরাহ্'তে এহরাম ফরজ। মহিলাগণের জন্য এহরামের বিশেষ পোশাক নেই। তবে সাদা বা আকর্ষণ বিহীন পোশাকই উত্তম। পুরুষের ক্ষেত্রে এহরামের কাপড় সাদা হওয়াই উত্তম।

সেলাই বিহীন ২পিস সাদা কাপড় নিয়ে এহরামের উদ্দেশ্যে পরিধান করতে হবে। ১ পিস-লুঙ্গী, পায়জামার পরিবর্তে নিচের দিকে, আরেক পিস শার্ট বা পাঞ্জাবীর পরিবর্তে শরীরের উপরিভাগে জড়িয়ে নিতে হবে। শরীরের নিচের ভাগে আন্ডারওয়ার, উপরিভাগে গেঞ্জি তথা সমস্ত শরীরে সেলাইযুক্ত কোন কাপড় থাকবেনা।

এহরাম পরিধানের পর নারী বা পুরুষ দু'রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়বে। ইহা এহরামে সুন্নত। ১ম রাকাতে সূরা কাফেরুন ২য় রাকাতে সূরা এখলাস পড়া উত্তম। নামাজ পড়তে মাথায় টুপি থাকতে পারবে, না থাকলেও অসুবিধা নেই। নামাজের পর মাথার টুপি নিয়ে ফেলবেন। এরপর সাথে সাথে হজ্ব বা ওমরাহ্ যে উদ্দেশ্যে এহরাম

পরিধান করলেন সে উদ্দেশ্যে নিয়ত করা। নিয়ত আরবীতে পড়তে ইচ্ছে করলে অত্র পুস্তকে লেখা আছে। এরপর পুরুষ উচ্চ স্বরে মহিলা মনে মনে ৩ বার লাব্বাইক (তালবিয়া) পড়বেন।

এসময় দোয়া কবুল হয়। অতএব ৩ বার লাব্বাইক পড়ার পর মনের আবেগে দোয়া করা চাই।

■ অজু না থাকলে, শরীর পাক না থাকলে, সুন্নতুল এহরাম নামাজ পড়তে না পারলেও নিয়ত করে ৩ বার তালবিয়া তথা লাব্বাইক পড়লে এহরাম হয়ে যাবে। হজ্ব বা ওমরাহ্ যে উদ্দেশ্যেই হোক, তবে উত্তম নয়।

ওমরাহ্'র বিবরণ

কেরান বা তামাত্তু হজ্বযাত্রী হলে হজ্বের অঙ্গ হিসেবে ওমরাহ্ও আদায় হয়ে যায়। এমনিতে হজ্বের সফরে অনেকে পৃথক ভাবে ওমরাহ্ করে থাকেন অধিক ছওয়াব পাওয়ার প্রত্যাশায়।

বর্তমানে হজ্বের সফর ছাড়াও সারা বছর ওমরাহ্ ও যেয়ারতের নিয়তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য নর-নারী পবিত্র আরব ভূমিতে গমন করছেন। রমজান মাসে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ থেকেও হাজার হাজার নর-নারী

ওমরাহ্ ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করছেন। রমজানে এক ওমরাহ্ এক হজ্বের সওয়াব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক হজ্বের সাথে সাথে ওমরাহ্'রও গুরুত্বারোপ করেছেন। হজ্বের পাশাপাশী ওমরাহ্কারীগণও আল্লাহর সম্মানিত মেহমান। নবী পাক (স.) এরশাদ করেছেন- হজ্ব ও ওমরাহ্কারীগণ আল্লাহর কাছে যা দোয়া করেন তিনি তা কবুল করেন এবং যদি ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। মী'কাত ও হুদুদে হারম এর বাহির হতে নিয়ত করে ওমরাহ্ করা হয়। তবে মীকাতের বাহির হতে নিয়ত করে ওমরাহ্ করতে পারাটা অধিকতর উত্তম।

ওমরাহ্'র নিয়তঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ওমরাতা ফায়াস্সিরহা লী ওয়াতাকাব্বালহা মিন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই ওমরাহ্'র ইচ্ছা করছি। সুতরাং তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

ওমরাহ্'র ২ ফরজ; যথাঃ ১। মী'কাত বা হুদুদে হারমের বাহির হতে এহরাম বাধাঁ, নিয়ত করা ও তালবীয়া (লাব্বাইক...) পাঠ করা। ২। কাবা শরীফ তাওয়াফ করা।

ওমরাহ্'র ২ ওয়াজিব; যথাঃ

১। সাফা-মারওয়া সায়ী করা। ২। মাথা মুন্ডানো অথবা চুল কাটা।

ওমরাহ্ পালনের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

মীকাত বা হুদদে হারমের বাহির থেকে এহরাম বেঁধে ওমরাহ্'র নিয়ত করে তিনবার তালবিয়া (লাব্বাইক...) পড়বেন। অতঃপর কাবা শরীফ পৌঁছে সাতবার তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করবেন। এরপর মকামে ইব্রাহীমের পেছনে অথবা মাতাফের অন্য যে কোন স্থানে ২ রাকাআত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামাজ পড়বেন। এরপর সাফা-মারওয়া সাতবার সায়ী করে মাথার চুল মুণ্ডায়ে অথবা কেটে ওমরাহ্'র আহকাম সম্পন্ন করবেন।

ছয়দিন ব্যাপী হজ্ব কার্যক্রম

ক্বেরান ও এফরাদ হজ্বযাত্রীগণ মক্কা মুকাররামা পৌঁছে এহরাম অবস্থায় হজ্বের অপেক্ষায় থাকবেন। তামাত্তো হজ্বযাত্রী হলে পবিত্র মক্কায় পৌঁছে ওমরাহ্'র আহকাম শেষ করে এহরাম মুক্ত হবেন। এরপর মক্কা মুকাররামা থেকে মিনায় রওনা হবার আগে হজ্বের নিয়তে এহরাম পরে নিবেন।

৮ জিলহজ্বঃ বাদে ফজর রওনা হবেন মক্কা মুকাররামা থেকে প্রায় ৫ কি. মি. পূর্ব-দক্ষিণে মিনায়। ৮ তারিখ যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত পর পর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়া সুন্নাত এবং মিনায় রাত্রি যাপন করাও সুন্নাত।

৯ যিলহজ্বঃ বাদে ফজর মিনা থেকে রওনা হবেন প্রায় ৮ কি. মি. দক্ষিণে আরাফাতের উদ্দেশ্যে। যোহর ও আছর নামাজ আরাফাতে পড়বেন। আরাফাতের মসজিদে নমেরাতে জামাতে নামাজ পড়লে ইমাম সাহেবের পেছনে এক আজান দুই একামতে পর পর ২ রাকাআত করে ২ ওয়াক্তের

৪ রাকাআত কছর ফরজ নামাজ (সুন্নাত বাদে) পড়বেন। আর তাঁবুতে পড়লে আমাদের হানাফী মাযহাবের নিয়মে পড়বেন।

৯ যিলহজ্বঃ সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ভিতরে আরাফাতে অবস্থান করা ফরজ। আরাফাত দোয়া কবুলের অন্যতম স্থান। যতটুকু সম্ভব আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া দরুদ পাঠ ও কান্নাকাটি করা চাই। এই সময় পাঠ করার মত উত্তম দোয়াটি নিম্নরূপঃ

لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وحده لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শরীকা লাহাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লী শাইয়িন ক্বদির।

৯ যিলহজ্ব সূর্য অস্ত যাবার পর আরাফাত থেকে প্রায় ৪ কি.মি.পশ্চিম-উত্তরে মুজদালেফার উদ্দেশ্যে

রওনা হতে হবে। মুজদালেফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশা (এশা ওয়াক্তে) এক আজান দুই একামতে পর পর পড়বেন। তারপর মাগরিব ও এশার সুন্নাত পড়বেন। আর মিনায় শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্য ৪৯টি পাথর মুজদালেফা থেকে সংগ্রহ করে নেবেন। মুজদালেফায় অবস্থান ওয়াজিব। মুজদালেফায় অবস্থান করে ফজরের নামায পড়ে কিছুক্ষণ অবস্থান শেষে কিছুটা উত্তর-পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

১০ যিলহজ্ব: (১) মিনায় পৌঁছে বড় (জমরাতে) শয়তানের প্রতি ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা (২) তামাত্তো বা ক্বেরান হাজী হলে হজ্বের ক্বুরবানী দমে শুকরিয়া (আর্থিকভাবে অক্ষম হলে রোজার ব্যবস্থা আছে) করা। (৩) মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা (এরপর এহরাম মুক্ত হওয়া) (৪) ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব এর মধ্যে মক্কা মুকাররামা গিয়ে (হজ্বের ফরজ তথা রুকন) তাওয়াফে যেয়ারত করা। অতঃপর সায়ী করা।

১১ যিলহজ্ব: সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে

প্রথমে ছোট তারপর মেঝ অতঃপর বড় (জমরাতে) শয়তানের প্রতি ৭টি করে পর পর ২১টি পাথর নিক্ষেপ করা (ওয়াজিব)। ১০ ও ১১ যিলহজ্ব দিবাগত রাত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। জমরাতে শয়তানের দিকে প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় শুধু-"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলতে হয়।

১২ যিলহজ্ব: সূর্য দুপুরে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে ১১ যিলহজ্বের নিয়মে তিন (জমরাতে) শয়তানের প্রতি ২১টি পাথর নিক্ষেপ করে মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে গমন তথা সূর্যাস্তের আগে মিনার সীমানা ত্যাগ করা।

বি.দ্র.: ১২ যিলহজ্ব মিনায় অবস্থান করে ১৩ যিলহজ্ব ১১ ও ১২ যিলহজ্বের মত ৩ শয়তানের প্রতি ২১টি পাথর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করা সুন্নাত। কিন্তু ১২ যিলহজ্ব মিনা ত্যাগ করা প্রচলন হয়ে গেছে। আর মোয়াল্লেমগণও ১২ তারিখ দুপুর থেকে মিনায় তাদের ব্যবস্থাপনাও গুটাতে শুরু করে দেয়। তারপরও লাখ খানেক হাজী অতি ছাওয়াবের আশায় ১২ তারিখ মিনায় থেকে ১৩ তারিখ ৩ শয়তানের প্রতি ২১টি পাথর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করে থাকেন।

সফরে বের হবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِىْ الْاَهْلِ وَالْمَالِ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাচ্ছাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মাচহাবনা ফি সফরিনা ওয়াখলুফনা ফি আহলিনা।

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ওয়া'ছায়িস সফারি ওয়া কাআ'বাতিল মুনকালাবে ওয়া মিনাল হাউরি বা'দাল কাউর, ওয়া মিন দা'ওয়াতিল মাজলুমি ওয়া সূয়ীল মানজরি ফিল আহ্‌লি ওয়াল মাল।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি সফরে আমার সঙ্গী ও আমার পশ্চাতে আমার পরিবারের তত্বাবধায়ক। ইয়া আল্লাহ! সফরে আমাদের সঙ্গী হোন ও পশ্চাতে আমাদের পরিবারের তত্বাবধায়ক হোন। ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট ও ফিরার সময়ের মনোব্যথা হতে এবং ঈমান আনার পর কুফরি থেকে ও মজলুমের বদ-দোয়া হতে, আর আমার পরিবার ও সহায় সম্পদের অশুভ দৃষ্টি হতে।

(মুসলিম শরীফ)

ওমরাহ্'র নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ওমরাতা ফায়াস্‌সিরহা লী ওয়াতাকাব্বালহা মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই ওমরাহ্'র নিয়ত করছি। সুতরাং তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

হজ্বের নিয়ত

এফরাদ অথবা তামাত্তো হজ্বযাত্রীগণ হজ্বের এহরাম বেঁধে এ নিয়তটি করবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল হাজ্জা ফায়াসসিরহুলী ওয়াতাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই হজ্বের নিয়ত করছি। সুতরাং তুমি আমার জন্য তা সহজসাধ্য কর ও আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

হজ্বে ক্বেরানের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّـى اُرِيْـدُ الْـعُـمْـرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ওমরাহ্তা ওয়াল হাজ্জা ফায়াসসিরহুমা লী ওয়াতাকাব্বলহুমা মিন্নি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই ওমরাহ্ ও হজ্বের নিয়ত করছি। সুতরাং উভয়টাকে আমার জন্য সহজসাধ্য কর ও আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।

হুদুদে হারামে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বেন

اَللّٰهُمَّ هٰذَاالْاَمَنُ اَمَنُكَ وَالحَرَمُ حَرَمُكَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِناً.فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَعَظْمِىْ وَبَشَرَتِىْ عَلىٰ النَّار.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাজাল আমানু আমানুকা ওয়াল হারামু হারামুকা ওয়া মান দাখালাহু কানা আ-মিনা। ফাহাররিম লাহমী ওয়া দমী ওয়া আজমী ওয়া বাশারাতী আলান নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ! ইহা তোমার সুরক্ষিত পবিত্র স্থান। এই স্থানে যে কেউ প্রবেশ করে, সে তোমার সংরক্ষণে নিরাপত্তা পায়। দয়া করে আমার মাংস, রক্ত, অস্থি ও চর্মকে দোযখের আগুনের জন্য হারাম করে দাও।

■ উক্ত দোয়াটি হুদুদে হারামে সবসময় এবং মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে পড়া যাবে।

মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াছ ছালাতু ওয়াছ ছালামু আলা রাসুলিল্লাহি, আল্লাহুমমাগফিরলি যুনুবী ওয়াফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ: মহান আল্লাহ তা'লার নামে আরম্ভ করছি। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুলের (স.) উপর। হে আল্লাহ আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।

তাওয়াফের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদু তওয়াফা বাইতিকাল হারাম, ফায়াসসিরহু লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নি, সাবয়াত আশওয়াতিন লিল্লাহি তায়ালা আযযা ওয়া জাল্লা।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্র ঘর তাওয়াফের নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে সেই সাত চক্কর (তাওয়াফ) কবুল করে নাও, মহান শক্তিমান ও মর্যাদাবান আলাহ তা'লার জন্য (আমি তাওয়াফ করছি)।

■ এখন হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে সম্ভব হলে তাকে চুম্বন করুন। ভীড় বেশী থাকলে দূরে দাঁড়িয়েই হাতের ইশারায় (চুম্বন করতে করতে) বলুনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহরই জন্যে সকল প্রশংসা।

■ সাধারণতঃ হাজরে আসওয়াদে সব সময় ভীড় থাকে। কাজেই তাওয়াফের সময় দূর থেকে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে হয়।

প্রথম চক্করের দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـــ اَللّٰهُمَّ اِيْمَاناً بِكَ وَتَصْدِيْقاً بِكَلِمَاتِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ

وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِىْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা পুত:পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, আর আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। পাপ পরিহার ও এবাদতের শক্তি সর্বোচ্চ ও সর্বমহান আল্লাহরই দেওয়া এবং পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর বর্ষিত হউক। হে আল্লাহ! তোমার উপর ঈমান রেখে, তোমার বাণীসমূহের প্রতি সত্যতা জ্ঞাপন করে, তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তোমার নবী ও তোমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সুন্নাতকে অনুসরণ করে (আমি এই তাওয়াফ করছি)। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই সকল পাপের ক্ষমা, সকল বালা-মুছিবত থেকে

রেহাই আর দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতে চাই চিরস্থায়ী শান্তি এবং চাই বেহেশত লাভের সাফল্য ও দোযখের আগুন থেকে মুক্তি।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় ও আখেরাতে কল্যাণ দাও, আর দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর এবং আমাদেরকে নেক্কারদের সাথে বেহেশতে দাখিল কর। হে মহাপরাক্রান্ত শক্তিমান খোদা, হে মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে করতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর।

এরপর দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন

দ্বিতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ.
فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَىٰ النَّارِ.
اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ۔
اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب.

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এই ঘর তোমার ঘর, এই হারম তোমার হারম, এখানকার শান্তি তোমারই প্রতিষ্ঠিত শান্তি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তোমারই বান্দা (দাস) আর আমিও তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান। এই স্থান তোমার সাহায্য লাভ করে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবার জায়গা। (কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক) আমাদের শরীরের গোশত এবং চামড়াকে জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দাও। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের কাছে (অন্য সমস্ত কিছু থেকে অধিকতর) প্রিয় করে দাও, আর এর সৌন্দর্যকে আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে দাও, এবং আমাদের অন্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও, আর আমাদের সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সেই মহা দিনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর, যে দিন তুমি তোমার সকল বান্দাদিগকে কবর থেকে জিন্দা করবে। (সে দিন) কোন হিসাব নিকাশ ছাড়াই, একান্ত অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে বেহেশতে দাখিল কর।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন -

رَبَّنَـــا اٰتِـنَـــا فِىْ الدُّنْيَـا حَسَنَةً وَّفِـىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَـةً وَّقِـنَـا عَـذَابَ النَّـارِ. وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে করতে নিচের দোয়াটি পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর তৃতীয় চক্কর শুরু করুন

তৃতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِىْ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبَرِ. وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! (তোমার সত্ত্বা ও শক্তি সম্পর্কে আমার মনে) কোনরূপ সন্দেহ (সৃষ্টি হওয়া) থেকে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; আর (তোমার সাথে কারও) শরীক মনে করা থেকে পানাহ চাচ্ছি। আরও পানাহ চাচ্ছি তোমার আদেশ নির্দেশের বিরোধিতা করা থেকে এবং কপটতা, কুস্বভাব ও কূ-দৃশ্য থেকে, আর ধন জন ও সন্তান-সন্ততির দুরবস্থা ও ধ্বংস হওয়া থেকে। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার সন্তুষ্টি আর বেহেশত কামনা করি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার গজব (ক্রোধ) ও দোযখের আগুন থেকে। হে আল্লাহ! তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই। আরও পানাহ চাই জীবন মৃত্যুর আপদ ও বিপদ থেকে।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَـــا اٰتِـنَـــا فِىْ الدُّنْيَـا حَسَنَةً وَّفِىْ

اُلْاٰخِـرَةِ حَـسَنَةً وَّقِنَـا عَـذَابَ النَّـارِ.
وَاَدْخِـلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا
غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদ্‌খিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজীজ, ইয়া গাফফার, ইয়া রব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে করতে নিচের দোয়াটি পড়ুন -

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর চতুর্থ চক্কর শুরু করুন

চতুর্থ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْراً وَسَعْياً
مَشْكُوْراً وَذَنْباً مَغْفُوْراً وَعَمَلاً
صَالِحاً مَقْبُوْلاً وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ. يَا
عَالِمَ مَا فِيْ الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِيْ يَا اَللّٰهُ
مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَىٰ النُّوْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ
اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ

بِـالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِـمَـا رَزَقْتَنِـىْ وَبَـارِكْ لِـىْ فِيْمَـا اَعْـطَيْتَنِىْ وَاَخْلُفْ عَلَىَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার এই হজ্ব কবুল কর, আমার এই প্রচেষ্টা সফল কর, আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার নেক আমল কবুল কর, আর এমন ব্যবসা নসীব কর যাতে ক্ষতি নেই, হে অন্তর্যামী! আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যাও, হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা চাই তোমার রহমত, পাপ মার্জনার উপায়সমূহ, সব গুনাহ থেকে বাঁচার পথ, সৎ কাজের সামর্থ, বেহেশত প্রাপ্তির সফলতা ও দোযখের আযাব থেকে নাজাত। হে প্রতিপালক! তোমার দেয়া রুজীতে আমাকে তৃপ্তি দাও, বরকত দাও আমাকে তোমার দেয়া নেয়ামতে; আমার প্রতিটি হারানো নিয়ামতের পরিবর্তে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে করতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর পঞ্চম চক্কর শুরু করুন

পঞ্চম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِکَ
يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِکَ وَلاَ بَاقِیَ
اِلاَّ وَجْهُکَ وَاسْقِنِیْ مِنْ حَوْضِ
نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَرِيْئَةً لاَ نَظْمَأُ
بَعْدَهَا اَبَداً. اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْأَلُکَ مِنْ
خَيْرِ مَاسَأَلَکَ مِنْهُ نَبِيُّکَ سَيِّدُنَا
مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَبِکَ مِنْهُ نَبِیُّکَ سَیِّدُنَا مَحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَنَعِیْمَهَا وَمَا یُقَرِّبُنِیْ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ النَّارِ وَمَا یُقَرِّبُنِیْ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দাও, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং তুমি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না, পান করাও আমাকে তোমার নবী সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর হাউজে কাউছার থেকে সুশীতল সুস্বাদু পানীয়; যেন এরপর আর আমরা কখনো তৃষ্ণার্ত না হই।

হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই কল্যাণ যা চেয়েছিলেন তোমার নবী সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ (স.)। পানাহ চাই তোমার কাছে সব অকল্যাণ থেকে, যা থেকে পানাহ চেয়েছিলেন তোমার নবী সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ (স.)।

হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই বেহেশত এবং তার সব নেয়ামত; আর সেই কথা, কাজ ও আমল যা বেহেশত লাভে সাহায্য করবে, আর তোমার কাছে পানাহ চাই দোজখ থেকে এবং আরও পানাহ চাই সে সব কথা, কাজ ও আমল থেকে যা দোজখের সন্নিকটে পৌঁছে দেয়।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিম্নের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে করতে দোয়াটি পড়ুন -

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর ষষ্ঠ চক্কর শুরু করুন

ষষ্ঠ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَکَ عَلَیَّ حُقُوْقاً کَثِیْرَةً
فِیْمَا بَیْنِیْ وَبَیْنَکَ وَحُقُوْقاً کَثِیْرَةً
فِیْمَا بَیْنِیْ وَبَیْنَ خَلْقِکَ. اَللّٰهُمَّ مَا
کَانَ لَکَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِیْ وَمَا کَانَ
لِخَلْقِکَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّیْ وَاَغْنِنِیْ
بِحَلاَلِکَ عَنْ حَرَامِکَ
وَبِطَاعَتِکَ عَنْ مَعْصِیَتِکَ
وَبِفَضْلِکَ عَنْ مَّنْ سِوَاکَ یَا وَاسِعَ
الْمَغْفِرَةِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَیْتَکَ عَظِیْمٌ

وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার ও তোমার মাঝে আমার উপর তোমার বহু হক আছে এবং বহু হক আছে আমার ও তোমার সৃষ্টির মধ্যে। হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা তোমার তা মাফ কর, আর যা তোমার সৃষ্টির তা মাফ করানোর দায়িত্ব নাও, হালাল উপার্জন দিয়ে আমাকে হারাম থেকে বাঁচাও, আনুগত্যের সামর্থ দিয়ে অবাধ্যতা থেকে বাঁচাও, তোমার করুণা দিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বাঁচাও; হে অসীম ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ! তোমার ঘর মহিমাপূর্ণ তুমি করুণাময় এবং হে আল্লাহ তুমি সহনশীল, মহানুভব, মহিমাময়, তুমি ক্ষমা ভালবাস, তাই আমাকে ক্ষমা কর।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিচের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَـا اٰتِنَـا فِى الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَـةً وَّقِنَـا عَـذَابَ النَّـارِ. وَادُخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبُرَارِ. يَا عَزِيُزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيُنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে করতে নিচের দোয়াটি পড়ুন-

بِسُمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكُبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمُدُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এরপর সপ্তম চক্কর শুরু করুন

সপ্তম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِیْمَانًا کَامِلاً وَیَقِیْناً صَادِقاً وَّرِزْقاً وَّاسِعاً وَّقَلْباً خَاشِعاً وَّلِسَاناً ذَاکِراً وَّکَسْباً حَلاَلاً طَیِّباً وَّتَوْبَةً نَصُوْحاً وَّتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ یَا عَزِیْزُ یَا غَفَّارُ. رَبِّ زِدْنِیْ عِلْماً وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصَّالِحِیْنَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ; তোমার কাছ থেকে চাই পরিপূর্ণ ঈমান, সাচ্চা একিন, পর্যাপ্ত রিজিক, তোমার স্মরণে ভীতিপূর্ণ অন্তর, তোমার স্মরণে লিপ্ত জিব, পাক হালাল উপার্জন, সত্যিকার তাওবা, মৃত্যুর আগে তওবা, মৃত্যুর মুহূর্তে শান্তি, মৃত্যুর পর মার্জনা, হিসাবের সময় রহমত, বেহেশত লাভের সাফল্য, দোযখ থেকে নাজাত, তোমারই করুণায় হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল! হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও এবং আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত কর।

■ রুকনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে নিচের দোয়া পড়ুন -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ. يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসনাতাঁও ওয়াকেনা আযাবান্নার, ওয়া আদ্‌খিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

■ এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করতে করতে নিম্নের দোয়াটি পড়ুন -

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

■ এখন মক্বামে মুলতাযেমের কাছে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়ুন-

(হাজরে আসওয়াদ এবং খানায়ে কা'বার চৌকাঠের মাঝখানে যে স্থান, তাকে মকামে মুলতাযেম বলে। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম স্থান।)

মক্বামে মুলতাযিমের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ
رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا
وَاَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ. يَا ذَا الْجُوْدِ
وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ
وَالْاِحْسَان. اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِىْ
الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا
وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ
وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ
مُلْتَزِمٌ بِعَتَبَتِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ
اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰى عَذَابَكَ
مِنَ النَّارِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ. اَللّٰهُمَّ

اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَرْفَعَ ذِکْرِیْ وَتَضَعَ وِزْرِیْ وَتُصْلِحَ اَمْرِیْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِیْ وَتُنَوِّرَ لِیْ قَبْرِیْ وَتَغْفِرَلِیْ ذَنْبِیْ وَاَسْأَلُکَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ. اٰمین.

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে মুক্ত ঘরের রক্ষক! বাঁচাও আমাদের গর্দান ও আমাদের বাপ, দাদা, মা, ভাই-বোন এবং সন্তানদের গর্দানকে দোযখের আগুন থেকে। হে মেহেরবান! হে করুণাময়! হে কৃপাময়! হে মহান দাতা! হে অনুগ্রহের আধার! হে আল্লাহ! আমাদের সব কাজের পরিণামকে কর সুন্দর, বাঁচাও আমাদের দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আযাব থেকে। হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান, দাঁড়িয়ে আছি তোমার ঘরের দরজায়।

বুকে জড়িয়ে আছি তোমার ঘরের চৌকাঠ, আকুল হয়ে কাঁদছি তোমার সামনে, আরজ করছি তোমার রহমতের, ভয় করছি দোযখের আযাবের, হে চির মেহেরবান! হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা-কবুল কর আমার এবাদত, নামিয়ে দাও আমার পাপের বোঝা, সংশোধন করে দাও আমার সব কাজকে, পবিত্র কর আমার অন্তরকে, আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, মাফ করে দাও আমার গুনাহ সমূহ। আর চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে বেহেশতে উঁচু মর্যাদা, আমীন!

■ এই দোয়া শেষে মকামে ইব্রাহীমে আসুন এবং দু'রাকাত নামায পড়ুন। জায়গা না হলে তাওয়াফের মাঠে যে কোন স্থানে পড়ুন। তাওয়াফের ওয়াজিব নামায বলে নিয়ত করবেন এবং সালাম ফেরানোর পর নিচের দোয়া পড়ুন।

■ ইহা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান -

মকামে ইব্রাহীমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَعَلَانِیَتِیْ
فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِیْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِیْ فَاَعْطِنِیْ
سُؤْلِیْ وَتَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ
ذُنُوْبِیْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِیْمَاناً
یُبَاشِرُ قَلْبِیْ وَیَقِیْناً صَادِقاً حَتّٰی اَعْلَمَ
اَنَّهُ لاَ یُصِیْبُنِیْ اِلاَّ مَا کَتَبْتَ لِیْ وَرِضًا
مِنْکَ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ اَنْتَ وَلِیِّیْ فِیْ
الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِماً
وَاَلْحِقْنِیْ بِالصَّالِحِیْنَ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَدَعْ

لَـنَـا فِـىْ مَقَامِنَا هَذَا ذَنْباً اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلاَ هَـمًّـا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً اِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَّـرْتَهَـا فَيَسِّـرْ اُمُوْرَنَـا وَاشْـرَحْ صُـدُوْرَنَـا وَنَـوِّرْ قُـلُوْبَـنَـا وَاخْتِـمْ بِـالـصَّـالِـحَـاتِ اَعْـمَـالَـنَا اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْـلِـمِيْـنَ وَاَلْـحِـقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَـزَايَـا وَلاَ مَـفْتُـوْنِيْنَ. اٰمِيْنَ يَـا رَبَّ الْـعَـالَـمِيْـنَ. وَصَـلَّـى اللّٰهُ عَلىٰ حَبِيْبِهٖ سَيِّـدِنَـا مُـحَـمَّـدٍ وَّاٰلِـهٖ وَاَصْـحَـابِـهٖ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গোপন-প্রকাশ্য বিষয়সমূহ সবই তোমার অবগত। কাজেই আমার অনুশোচনা কবুল কর, তুমি যে জান আমার অভাব, পুরণ কর

আমার দোয়া; তুমি জান আমার মনের কথা, কাজেই ক্ষমা কর আমার গুনাহ। হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই এমন ঈমান যা অন্তরে গেঁথে থাকবে, চাই দৃঢ় বিশ্বাস, যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ সব তোমারই ইচ্ছায় হচ্ছে, চাই পূর্ণ সন্তুষ্টি তোমার দেয়া কিসমতে, তুমি আমার বন্ধু দুনিয়া এবং আখেরাতে, মৃত্যু দিও আমাকে মুসলিম হিসাবে, দাখিল কর আমাকে নেক বান্দাদের সাথে। হে আল্লাহ! আমাদের একটি গুনাহ যেন এখানে ক্ষমার বাকী না থাকে। সব মুশকিল আসান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও, আমাদের কাজকে সহজ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও অন্তরকে, আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে আল্লাহ! মৃত্যু দিও মুসলমান হিসাবে, শামিল কর আমাদেরকে নেক বান্দাদের মধ্যে অপমান ব্যতীত ও বিনা বাধায়। আমীন। হে বিশ্ব পালন কর্তা! আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক তাঁর হাবিব ও সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর এবং তাঁর সব আহাল (পরিবার-পরিজন) ও আসহাবের উপর।

■ কেবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে নিম্নের দোয়াটি পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তির সাথে আবে জমজম পান করুন -

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ (স.) এর উপর।

এরপর নিম্নের দোয়াটি পড়ুন -

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَّرِزْقاً وَّاسِعاً وَّشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রদ জ্ঞান, সচ্ছল জীবিকা, আর সকল রোগ থেকে আরোগ্য।

সাফা থেকে মারওয়াহ প্রথম সায়ী'র দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْراً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ
الْكَرِيْمِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً. وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً لاَ اَلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ
عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ شَيْئَ
قَبْلَهُ وَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ
حَيٌّ دَائِمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رَبِّ اغْفِرْ

وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا
تَعْلَمُ اِنَّکَ تَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُ اِنَّکَ
اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَکْرَمُ رَبِّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
سَالِمِیْنَ غَانِمِیْنَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیّٖنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِیْنَ. وَحَسُنَ
اُولٰئِکَ رَفِیْقاً ذَالِکَ الْفَضْلُ مِنَ
اللّٰهِ وَکَفیٰ بِاللّٰهِ عَلِیْماً لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
حَقًّا حَقًّا لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَبُّداً وَرِقًّا. لاَ
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلَّا اِیَّاهُ مُخْلِصِیْنَ
لَهُ الدِّیْنَ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُوْنَ. اِنَّ

الـصَّـفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَـجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

অর্থঃ আল্লাহ অতি মহান। আর অসংখ্য প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। দয়ালু আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে সন্ধ্যা ও সকালে, এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, হে রাসূল (স.) রাতের কোন সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজদা কর। আর দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। আল্লাহ ছাড়া মাবুদ আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি ওয়াদা পালন করেছেন তার বান্দা (হযরত মুহাম্মদ স.) কে তিনি সাহায্য করেছেন এবং কাফের দলগুলোকে একাই পরাজিত করেছেন। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন।

তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি সকল কল্যাণকারী, তারই নিকট ফিরে যেতে হবে সবাইকে আর সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। হে পালন কর্তা, ক্ষমা কর, দয়া কর গুনাহ মাফ কর, অনুগ্রহ কর, আর তুমি যা জান তা মার্জনা কর। হে আল্লাহ! আমরা যা জানি না তা তুমি জান। তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই। হে পালনকর্তা আমাদেরকে দোজখ থেকে রক্ষা কর। নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ, নেককারগণ তথা তোমার নেয়ামতপ্রাপ্ত নেক বান্দাগণের সাথে নিরাপদ, সফলকাম ও আনন্দময় রাখ, তারাই হচ্ছেন উত্তম বন্ধু; এ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সত্য মনে বলছি, মাবুদ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। এবাদত করি শুধু তাঁরই। সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্যে যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।

নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নির্দশন। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লার হজ্জ করে কিংবা ওমরাহ্ করে, তার পক্ষে এ নিদর্শন দু'টির তওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে বিনিময়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞানী।

মারওয়াহ থেকে সাফা দ্বিতীয় সায়ী'র দোয়া

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ الْـوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ
الـصَّـمَـدُ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلاَ
وَلَـدًا وَلَـمْ يَـكُـنْ لَـهُ شَـرِيْكٌ فِـىْ
الْـمُـلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا. اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ
كِتَابِكَ الْـمُـنَزَّلِ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ
لَـكُـمْ دَعَـوْنَـاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا كَمَا
وَعَـدْتَّـنَـا اِنَّكَ لاَ تُـخْـلِفُ الْمِيْعَادَ.
رَبَّـنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ

اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا
ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْاَبْرَارِ. رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى
رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ. رَبَّنَا
عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا
وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا
وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি (কাউকে) পত্নী হিসেবে গ্রহন করেননি, পুত্ররূপেও গ্রহন করেননি, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন শরীক নেই, তার দুর্বলতাও নেই, যার জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে, (হে শ্রোতা) তুমি তার যথাযথ মহত্ত্ব বর্ণনা কর। হে আল্লাহ তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলেছ, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব" আমরা তোমাকে ডাকছি, হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের গুনাহ মাফ কর, যেমন তুমি ওয়াদা করেছ, আর তুমি ওয়াদা খেলাফ করনা, হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি এই বলে 'তোমাদের রবের উপর ঈমান আন' অতঃপর আমরা ঈমান আনলাম, হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের গুনাহ মাফ কর, আর আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও,

আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎ লোকদের সাথে, আর তাই দাও আমাদের, যার ওয়াদা তুমি করেছ তোমার রসুলগণের নিকট, আর লজ্জিত করনা আমাদের কিয়ামতের দিনে। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক, ভরসা করছি শুধু তোমারই উপর, আর তোমার কাছেই ফিরে এসেছি এবং তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা কর আমাদের। আর আমাদের ভাইদের, যারা ঈমানের বিষয়ে আমাদের অগ্রবর্তী, ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখোনা। তাদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, হে আল্লাহ্, তুমি সত্যি বড় দয়ালু এবং পরম করুণাময়।

সাফা থেকে মারওয়াহ তৃতীয় সায়ী'র দোয়া

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّکَ
عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ. اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ
اَسْئَلُکَ الْخَیْرَ کُلَّہُ عَاجِلَہُ وَاٰجِلَہُ
وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ الشَّرِّ کُلِّہٖ عَاجِلِہٖ
وَاٰجِلِہٖ اَسْتَغْفِرُکَ لِذَنْبِیْ وَاَسْئَلُکَ
رَحْمَتَکَ. اَللّٰھُمَّ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْماً
وَّلَا تُزِغْ قَلْبِیْ بَعْدَ اِذْ ھَدَیْتَنِیْ وَھَبْ
لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَۃً. اِنَّکَ اَنْتَ
الْوَھَّابُ. اَللّٰھُمَّ عَافِنِیْ فِیْ سَمْعِیْ
وَبَصَرِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ

اَعُوْذُبِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ لاَ اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِیْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ
الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ
بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ
وَبِمُعَافَاتِکَ مِنْ عُقُوْبَتِکَ
وَاَعُوْذُبِکَ مِنْکَ لاَ اُحْصِیْ ثَنَاءً
عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا اَثْنَیْتَ عَلٰی
نَفْسِکَ فَلَکَ الْحَمْدُ حَتّٰی تَرْضٰی.

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ কর, আর ক্ষমা কর আমাদের, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সকল প্রকারের কল্যাণ প্রার্থনা করছি দুনিয়া ও আখেরাতে। আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট সব রকম অকল্যাণ থেকে, ইহকালে হোক কিংবা পরকালে; মার্জনা চাচ্ছি আমার গুনাহের আর ভিক্ষা চাই তোমার রহমত; হে আল্লাহ, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, আর তুমি হেদায়েত দানের পর আমার হৃদয়কে সঠিক পথ থেকে বিমুখ করে দিওনা, দান কর আমাকে তোমার খাস রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা; হে আল্লাহ, সুস্থ রাখ আমার কান ও চোখকে, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সীমা লংঘনকারী ও গুণাহ্গার। হে আল্লাহ, তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি কুফর আর দারিদ্র্য থেকে; হে আল্লাহ, আশ্রয় চাচ্ছি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার রাগ থেকে, তোমার বখশিস দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে, আর তোমার নিকট তোমারই আশ্রয় চাই। শেষ করতে পারি না আমি তোমার প্রশংসা করে, তুমি তেমন যেমনটি তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছ, সব প্রশংসা তোমারই জন্য। যতক্ষণ না তুমি খুশী হও। আর তোমার প্রশংসা অবিরাম চলবে।

মারওয়াহ থেকে সাফা চতুর্থ সায়ী'র দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ
وَاَسْتَغْفِرُکَ مِنْ کُلِّ مَا تَعْلَمُ اِنَّکَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ. لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ. مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ الصَّادِقُ الْوَعْدَ الْاَمِیْنُ.
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ کَمَا هَدَیْتَنِیْ
لِلْاِسْلَامِ اَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّیْ حَتّٰی
تَتَوَفَّانِیْ عَلَیْهِ وَاَنَا مُسْلِمٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ
فِیْ قَلْبِیْ نُوْراً وَفِیْ سَمْعِیْ نُوْراً وَّفِیْ
بَصَرِیْ نُوْراً. اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِیْ

صَدْرِیْ وَیَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَّاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّمَا یَلِجُ فِیْ اللَّیْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا یَلِجُ فِیْ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّیَاحُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ. سُبْحٰنَکَ مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ یَا اَللّٰهُ. سُبْحَانَکَ مَا ذَکَرْنَاکَ حَقَّ ذِکْرِکَ یَا اَللّٰهُ.

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাচ্ছি তোমার জানা সব জিনিসের কল্যাণ, আর পানাহ চাচ্ছি তোমার জানা সব জিনিসের মন্দ থেকে, নিশ্চয়ই

তুমি সকল অদৃশ্য বিষয়াবলীর সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ ছাড়া কোন দ্বিতীয় মাবুদ নেই যিনি সবার রাজা, সত্য সুস্পষ্ট; হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসুল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছ তেমনি আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিওনা মরণ পর্যন্ত। আর মরণ যেন হয় আমার মুসলিম হিসেবে। হে আল্লাহ, আলো দাও আমার অন্তরে শ্রবণে আর দৃষ্টিতে। হে আল্লাহ, উন্মুক্ত করে দাও আমার অন্তর, সহজ করে দাও আমার কাজকে, আর পানাহ চাচ্ছি আমার মনের ওয়াসওয়াসার (কুমন্ত্রনার) অনিষ্টতা থেকে, বিভিন্ন কর্মের পেরেশানী থেকে, আর কবরের ফিত্না থেকে। হে আল্লাহ, তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি সে সব জিনিসের অনিষ্টতা থেকে যা রাত্রে আসে, আর দিনে আসে এবং যা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল; আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি। স্মরণ করিনি তোমায় তেমন করে, ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ।

সাফা থেকে মারওয়াহ পঞ্চম সায়ী'র দোয়া

سُبْحَانَکَ مَاشَکَرْنَاکَ حَقَّ شُکْرِکَ
يَا اللّٰهُ. سُبْحَانَکَ مَا قَصَدْنَاکَ حَقَّ
قَصْدِکَ يَا اَللّٰهُ. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا
الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا
الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا
مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ قِنَا
عَذَابَکَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ. اَللّٰهُمَّ
اِهْدِنِىْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِىْ بِالتَّقْوٰى
وَاغْفِرْلِىْ فِىْ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى. اَللّٰهُمَّ
ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِکَ وَرَحْمَتِکَ

وَفَضْلِکَ وَرِزْقِکَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْئَلُکَ النَّعِیْمَ الْمُقِیْمَ الَّذِیْ لاَ یَحُوْلُ
وَلاَ یَزُوْلُ اَبَداً. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ
نُوْراً وَّفِیْ سَمْعِیْ نُوْراً وَّفِیْ بَصْرِیْ نُوْراً
وَّفِیْ لِسَانِیْ نُوْراً وَّعَنْ یَمِیْنِیْ نُوْراً وَّ مِنْ
فَوْقِیْ نُوْراً وَّاجْعَلْ فِیْ نَفْسِیْ نُوْراً
وَّعَظِّمْ لِیْ نُوْراً. رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ
وَیَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللّٰه فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ
تَطَوَّعَ خَیْراً فَاِنَّ اللّٰهَ شَاکِرٌ عَلِیْمٌ.

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমার শোকর আদায় তেমন করিনি যেমনটি করা উচিত, হে আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমার কাছে চাওয়ার মত চাইনি, হে আল্লাহ, ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও আর আমাদের অন্তরকে শোভিত করে দাও এবং আমাদের নিকট ঘৃণিত করে দাও কুফরকে, দুস্কৃতি আর অবাধ্যতাকে এবং আমাদের সামিল কর তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে; হে আল্লাহ, বাঁচাও আমাদের তোমার আজাব থেকে সেই দিন যেদিন তুমি আবার উঠাবে তোমার বান্দাদের। হে আল্লাহ দেখাও আমাকে সরল পথ, নিষ্পাপ কর আমাকে তাকওয়ার সাহায্যে। আমাকে ক্ষমা করে দাও দুনিয়া ও আখেরাতে। হে আল্লাহ, ছড়িয়ে দাও আমাদের উপর তোমার বরকত, রহমত, ফজল আর রিযিক। হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাচ্ছি সেই নিয়ামত যা স্থায়ী হবে, হাত ছাড়া কিংবা বিনাশ হবে না কখনো।

হে আল্লাহ, আমার হৃদয়কে, আমার শ্রবণ শক্তিকে, আমার দৃষ্টি শক্তিকে, আমার জবানকে, আমার ডান পার্শ্বে এবং উপর দিকে তোমার নূরের আলোকে আলোকিত করে দাও। হে প্রতিপালক, আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দাও এবং কর্মসমূহ সহজ করে দাও!

নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নির্দশন স্বরূপ। তাই যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করে কিংবা ওমরাহ্ করে তার পক্ষে এই নিদর্শন দুটির তাওয়াফ করতে কোন দোষ নেই, কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন এবং তাকে সম্মানিত করেন।

মারওয়াহ থেকে সাফা ষষ্ঠ সায়ী'র দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ
الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ
وَحْدَهُ. لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ
الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.
اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى نَقُوْلُ
وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

اَسْـــئَـــلُکَ رِضَـــاکَ وَالْـــجَـــنَّةَ
وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ سَخَطِکَ وَالنَّارِ وَمَا
يُـقَـرِّبُـنِـىْ اِلَيْهَـا مِـنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ
عَـمَـلٍ. اَللّٰهُـمَّ بِـنُـوْرِکَ اِهْتَـدَيْـنَـا
وَبِـفَـضْـلِکَ اِسْتَغْنَيْـنَـاوَفِىْ کُنْفِکَ
وَاِنْـعَـامِکَ وَعَطَائِکَ وَاِحْسَانِکَ
اَصْبَـحْـنَـا وَاَمْسَيْنَـا اَنْـتَ الْاَوَّلُ فَلاَ
قَبْـلَکَ شَـىْءٌ. وَالْاٰخِـرُ فَلاَ بَعْدَکَ
شَـــىْءٌ وَالـظَّـاهِـرُ فَلاَ شَـىْءٌ فَوْقَکَ
وَالْبَاطِنُ فَلاَ شَىْءٌ دُوْنَکَ نَعُوْذُبِکَ

مِنَ الْفَلْسِ وَالْكَسْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَفِتْنَةِ الْغِنٰى وَنَسْئَلُكَ الْفَوْزَ
بِالْجَنَّةِ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ
وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ
تَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ
الْاَكْرَمُ. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْراً فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ

ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর ওয়াদা চির সত্য। তিনি তাঁর বান্দাকে (নবীকে) সাহায্য করেছেন, কাফেরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। আমরা একনিষ্টভাবে তাঁরই সত্য ধর্মের উপর বিশ্বাস করে এবাদত করি, যদিও বিধর্মীগণ এ সত্য ধর্মকে অপছন্দ করে। হে আল্লাহ, আমি তোমার থেকে চাচ্ছি হেদায়েত, পরহেজগারী, পবিত্রতা এবং ঐশ্বর্য্য। হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা তোমার জন্য, যা আমরা বলি। আমরা যা বলি তা থেকে যা অনেক উত্তম। হে আল্লাহ, আমি তোমার থেকে চাই সন্তুষ্টি ও বেহেশ্‌ত এবং নাজাত চাই তোমার অসন্তুষ্টি ও দোজখ হতে। যে সমস্ত কথা ও কার্যক্রম দোজখের কাছে নিয়ে যায় ঐ সমস্ত কার্যক্রম হতে নাজাত চাই। হে আল্লাহ, তোমার নূরের দ্বারা আমরা হেদায়তপ্রাপ্ত হয়েছি এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমরা পরমুখাপেক্ষিতা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছি এবং তোমার ছায়া, নেয়ামত, দান ও এহসানের মধ্যে আমরা সকাল সন্ধ্যা অতিবাহিত করি।

তুমিই সর্বপ্রথম তোমার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এবং তুমিই সর্বশেষ তোমার পরে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। তুমিই জাহের, তোমার উপরে কোন কিছু নেই। তুমিই বাতেন তোমার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছু নেই। আমরা তোমার নিকট হতে দারিদ্র্য, অভাব, অনটন, কবরের আজাব এবং ঐশ্বর্যের ফিত্না থেকে নাজাত চাই এবং তোমার নিকট হতে বেহেস্ত লাভের সাফল্য চাই। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মার্জনা কর, মেহেরবানী কর! আর ক্ষমা করে দাও তুমি যা জান (পাপ সম্পর্কে)। নিশ্চয়ই তুমি তা জান যা আমরা জানিনা। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানিত।

নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ, তাই যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, ওমরাহ্ করে, তবে তার পক্ষে এই নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং মূল্যায়ন করেন।

সাফা থেকে মারওয়াহ সপ্তম সায়ী'র দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْراً
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْراً اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ
الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قَلْبِيْ وَكَرِّهْ اِلَيَّ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الرَّاشِدِيْنَ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا
تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.
اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ اٰجَالَنَا وَحَقِّقْ

بِفَضْلِکَ اٰمَا لَنَا وَسَهِّلْ لِبُلُوْغِ
رِضَاکَ سُبُلَنَا وَحَسِّنْ فِیْ جَمِیْعِ
الْاَحْوَالِ اَعْمَالَنَا یَا مُنْقِذَ الْغَرْقٰی یَا
مُنْجِیَ الْهَلْکٰی یَا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوٰی یَا
مُنْتَهٰی کُلِّ شَکْوٰی یَا قَدِیْمَ الْاِحْسَانِ
یَا دَائِمَ الْمَعْرُوْفِ یَا مَنْ لَّا غِنٰی بِشَیْءٍ
عَنْهُ وَلَا بُدَّ بِکُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ یَا مَنْ رِزْقُ
کُلِّ شَیْءٍ عَلَیْهِ وَمَصِیْرُ کُلِّ شَیْءٍ
اِلَیْهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَائِذُبِکَ مِنْ شَرِّمَا
اَعْطَیْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا. اَللّٰهُمَّ

تَـوَفَّـنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ
غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ
تُـعَسِّـرْ رَبِّ اَتْـمِمْ بِالْخَيْرِ. اِنَّ الصَّفَا
وَالْـمَـرْوَةَ مِـنْ شَـعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْـتَ اَوِ اعْتَـمَـرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ
يَّـطَّـوَّفَ بِهِـمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَاِنَّ
اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। হে আল্লাহ, আমার মধ্যে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। আমার অন্তরকে ঈমানের সৌন্দের্য্যে শোভিত কর।

আমার নিকট কুফরী, ফাসেক্বী ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দাও, আর আমাকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও। হে প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, দয়া কর, সম্মানিত কর। আমাদের (গুনাহ) সম্পর্কে যা তুমি জান তাহা ক্ষমা করে দাও নিশ্চয়ই তুমি তা জান যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও অতিব সম্মানিত। হে আল্লাহ আমাদের জীবনকে যাবতীয় কল্যাণ দিয়ে ভরপুর করে দাও এবং আমাদের আশা আকাঙ্খাকে তোমার দয়া দ্বারা বাস্তবায়িত কর। তোমার সন্তুষ্টি লাভের পথকে সহজ করে দাও এবং সর্বাবস্থায় আমার আমল সমূহকে সুন্দর করে দাও। হে ধ্বংস এবং মৃত্যু হতে রক্ষাকারী, হে প্রতিটি গোপন কথা নিরীক্ষাকারী, হে সকল অভিযোগকারীর অভিযোগ উত্থাপনের শেষ ঠিকানা, হে চির অনুগ্রহকারী, হে সর্বকালের মঙ্গলকারী, হে ঐ সত্তা যার দরজায় না যেয়ে কারও উপায় নেই, সমস্ত বস্তু তাঁর নিকট হতে আসে, হে ঐ সত্তা যার উপর প্রতিটি প্রাণীর

রিযিক নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তু তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। হে আল্লাহ, আমাকে যা দান করেছ এবং যা দাওনি সব কিছুর ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও, নেক বান্দাদের সাথে সামিল করে দাও। অপমান, লজ্জা ও ফেতনায় যেন লিপ্ত না হই। হে আমার প্রতিপালক, আমার সমস্ত কর্মকে সহজ করে দাও এবং কিছুই কঠিন করনা। হে প্রতিপালক, আমার শেষ কর্মকে মঙ্গলময় কর।

নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ। তাই যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করে এবং ওমরাহ্ করে তার পক্ষে এই নিদর্শন দুটির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন এবং মূল্যায়ন করেন।

■ *অতঃপর সম্ভব হলে সায়ীর মধ্যে নিম্ন লিখিত দোয়াসমূহও পড়বেন। যেগুলো মিনা, আরাফাত, মুজদালিফাসহ সকল পবিত্র স্থানে বার বার পড়া যায় এবং বৎসরের যে কোন সময়ে পড়া যায়।*

মিনা, আরাফাত, মুজদালিফার দোয়া

- এস্তেগফার ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- দরুদ শরীফ ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া.. ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- আল্লাহুম্মাগফীনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়াগনিনী বিফাদলিকা আম্মান সেওয়াকা ১০০ বার।
- ওয়ানুনাযযিলু মিনাল কোরআনী মা হুয়া শেফায়ুন ওয়ারাহামতুল লিল মোমেনিন। ১০০ বার।
- রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি ছাগিরা। ১০০ বার।
- রাব্বিজ আলনী মুকীমাচছালাতি ওয়ামিন জুররিয়্যাতি রাব্বানা ওয়াতাকাব্বাল দোয়া। ১০০ বার।
- ফাসতাজাবনা লাহু ওয়ানাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়াকাজালিকা নুনজিল মোমেনিন। ১০০ বার।
- রাব্বী আননী মাগলুবুন ফানতাছির। ১০০ বার।

- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়্যুমু বেরাহমাতিকা আসতাগিছ ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- সূরা ফাতেহা ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- সূরা এখলাস ১০০ থেকে ৫০০ বার।
- সূরা ইয়াসিন ১ থেকে ৭ বার।
- সম্ভব হলে সূরা আর রাহমান, সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা মুলুক, সূরা মুজ্জাম্মিল ১ থেকে ৭ বার পড়বেন।
- এছাড়া আপনার জানা অন্যান্য দোয়া-দরুদ পড়বেন।

মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফার বিশেষ আমল সারাজীবন দৈনিক আমল হিসেবে করতে পারলে ভাল হয়।

যেয়ারতগাহঃ জান্নাতুল মু'আল্লা

কা'বা শরীফের প্রায় ১ কি. মি. উত্তরে কোরায়েশ বংশের প্রাচীন কবরস্থান জান্নাতুল মু'আল্লার অবস্থান। এই কবরস্থানের উত্তর প্রান্তে দেওয়াল পরিবেষ্টিত এলাকায় উম্মুল মু'মেনিন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (র.) এবং রাসুল করিম (স.) এর দুই পুত্র হযরত কাসেম (র.) ও হযরত আবদুল্লাহর (র.) (তৈয়ব, তাহের) কবর শরীফ রয়েছে। ঐ এলাকায় কোরায়েশ সরদার আবদুল মুত্তালিব ও আবু তালেব সহ অন্যান্যরা শায়িত আছেন। এখানকার দক্ষিণ পার্শ্বে খোলা কবরস্থানের পশ্চিম দিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর (র.) ও তাঁর মাতা হযরত আসমা (র.) শায়িত। তাছাড়া এ কবর স্থানে বহু সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম ও বুজুরগানে দ্বীন শায়িত রয়েছেন।

সেখানে যেয়ারতের সময় হাজী সাহেবগণ নিম্নোক্তভাবে সালাম পেশ করে থাকেন:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا خَدِيْجَةُ الْكُبْرٰى
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلاَمُ
عَلَيْكَ يَا قَاسِمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلاَمُ
عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَلسَّلاَمُ
عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ زُبَيْرٍ. اَلسَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ يَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا
اَهْلَ جَنَّةِ الْمُعَلّٰاةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا
اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

অর্থঃ হে রমণীরত্ন খাদীজাতুল কোবরা (র.) আপনাকে পেশ করছি সশ্রদ্ধ সালাম। হে মুমিনদের মহিয়সী জননী আপনার উপর শান্তি, রহমত ও অফুরন্ত কল্যাণ বর্ষিত হউক। হে রাসুলতনয় ক্বাসিম ও আবদুল্লাহ (র.) আপনারা প্রশান্তি লাভ করুন। হে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (র.) আপনিও শান্তি প্রাপ্ত হোন। হে রসুল (স.) এর অকুতভয় সহচরগণ আপনারা শান্তি উপভোগ করতে থাকুন। হে জান্নাতুল মু'আল্লায় নিদ্রিতজনেরা আপনাদের উপর অবিরত শান্তি নেমে আসুক। আর ইন্‌শা আল্লাহ আমরাও আপনাদের সহিত মিলিত হব। আমরা আল্লাহর দরবারে আমাদের আর আপনাদের পরিত্রাণের জন্য ফরিয়াদ করছি প্রতিনিয়ত।

■ সালামের পর নূন্যতম কয়েকবার করে সূরা ফাতেহা, সূরা এখলাস ও দরূদ শরীফ পড়বেন আশা করি।

■ তাছাড়া হাজী সাহেবগণ মক্কা মোকাররামায় আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান তথা জবলে নূর ও জবলে সাওর-এ কষ্ট করে পরিদর্শনের চেষ্টা করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বয়স ও শারীরিক সুস্থতার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।

পবিত্র মক্কায় দোয়া কবুলের স্থান সমূহ :

হযরত হাসান বসরী (র.) এক পত্রে পবিত্র মক্কা ওয়ালাদের নিকট লিখেছিলেন যে পবিত্র মক্কায় ১৫টি স্থানে দোয়া কবুল হয়। যথা-

(১) তাওয়াফ করার সময়। (২) মুলতাযিমের মধ্যে। (৩) মিজাবে রহমতে। (৪) কাবা শরীফের ভিতর (৫) মাকামে ইব্রাহীমের কাছে (৬) জমজম কূপের নিকটে (৭) সাফা পাহাড়ের উপর (৮) মারওয়া পাহাড়ের উপর (৯) ঐ দুই পাহাড়ে মধ্যখানে দৌড়বার সময় (১০) আরাফাতের ময়দানে (১১) মুজদালেফায় (১২) মিনায় তিন দিন শয়তানকে পাথর মারার তিন জায়গায়।

■ *কেউ কেউ পবিত্র কাবায় দৃষ্টি পড়ার সময়, তাওয়াফ করার স্থানে, হাতিমে, হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে দোয়া কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।*

মদিনা মুনাওয়ারা যেয়ারত

মদিনা মুনাওয়ারা যেয়ারত

মসজিদে নববীতে প্রবেশের দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াছ ছালাতু ওয়াছ ছালামু আলা রাসুলিল্লাহি, আল্লাহুমমাগফিরলি যুনুবী ওয়াফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থঃ মহান আল্লাহ তা'লার নামে আরম্ভ করছি। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুলের (স.) উপর। হে আল্লাহ আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।

রওজা পাকে সালাম পেশ করা :

সাইয়্যেদুল কাওনাইন হযরত রাসুলুল্লাহ (স.) এর রওজা মোবারকে হাজির হয়ে খুব আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করবেন :

- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.
- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ.
- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ.
- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللّٰهِ.
- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ.
- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ.
- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.

- اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَحْمَۃً لِلْعٰلَمِیْنَ.
- اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَحْبُوْبَ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.
- اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا شَفِیْعَ الْمُذْنِبِیْنَ.
- صَلَوَاتُ اللّٰہِ عَلَیْکَ وَسَلَامُہٗ دَائِمَیْنِ مُتَلَازِمَیْنِ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ.
- اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّھَا النَّبِیُّ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ.
- اَشْھَدُ اَنَّکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ. قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَۃَ وَاَدَّیْتَ الْاَمَانَۃَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّۃَ وَکَشَفْتَ

اَلْغُمَّةَ فَجَزَاکَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰی نَبِیًّا عَنْ اُمَّتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْوَسِیْلَةَ وَالْفَضِیْلَةَ وَالدَّرْجَةَ الرَّفِیْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَنِ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ.

উচ্চারণঃ

- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া নবীয়্যাল্লাহ।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া হাবীবাল্লাহ।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া ছাফীয়্যাল্লাহ।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া খায়রা খলকিল্লাহ।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া ছাইয়্যেদাল মুরসালীন।

- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া খাতামান্নাবীয়্যীন।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামীন।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া মাহবুবা রাব্বীল আলামীন।
- আচ্ছলাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া শাফীআল মুজনিবীন।
- সালাওয়াতুল্লাহী আলাইকা ওয়া সালামুহু দায়েমাইনে মুতালাযেমাইনে ইলা ইয়াওমিদ দ্বীন।
- আস্‌সালামু আলায়কা আয়্যুহান নবীয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহী ওয়াবারাকাতুহু।
- আশহাদু আন্নাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ কাদ বালাগ্‌তার রিসালাতা, ওয়া আদ্যাইতাল আমানাতা, ওয়া নাছাহতাল উম্মাতা, ওয়া কাশাফতাল গুম্মাতা, ফাজাযাকাল্লাহু আন্না আফযালা মা জাযা নবীয়্যান আন উম্মাতিহি। আল্লাহুম্মা আতিহিল ওয়াসিলাতা, ওয়াল ফাযিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিআতা ওয়াব্‌আসহু মাকামাম মাহমুদা নিল্লাজি ওয়াআত্‌তাহু ইন্নাকা লা তুখলিফুল মি'আদ।

রওজা পাকে সালাম পেশ: (অর্থ)

- হে আল্লাহর রসুল, আপনার উপর দরূদ ও সালাম।
- হে আল্লাহর নবী, আপনার দরবারে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।
- হে আল্লাহর পরম স্নেহভাজন বান্দা, আপনার উপর ছালাতু সালাম আরজ করছি।
- হে আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্ধু, আপনার উপর দরূদ ও সালাম।
- হে স্রষ্টার সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠজন, আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি।
- হে রসুলকুল শিরোমণী, আপনার প্রতি পেশ করছি দরূদ ও সালাম।
- হে নবীকুলের সর্বশেষ উজ্জ্বল নক্ষত্র, আপনার উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক।
- হে সমগ্র বিশ্ব জাহানের রহমতের আধার, আপনার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

- হে বিশ্ব নিয়ন্তার অতি স্নেহসপদ বান্দা, আপনার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করছি।
- হে পাপীদের একমাত্র সুপারিশের কান্ডারী, আপনার সমীপে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।
- চূড়ান্ত ফায়সালা দিবস অবধি আপনার উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাকুক।
- হে দয়াল নবীজি, রহমত, অফুরন্ত কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হউক আপনার রূহ মোবারকে।
- হে আল্লাহর রসুল এই মর্মে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নি:সন্দেহে আল্লাহর প্রেরিত রসুল। আপনি যথার্থই রিসালাতের বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার নিকট গচ্ছিত আমানতের হক সম্পূর্ণরূপে আদায় করেছেন, উম্মতদের আপনি নসিহত তথা কার্যকরী উপদেশ বাণীসমূহ প্রদান করেছেন, আর শিরকের ঘোর অন্ধকার বিদূরীত করে হেদায়তের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন দিশেহারা বিশ্ব মানবতার মাঝে।

■ অতঃপর আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে যথোপযুক্ত পুরস্কারে দান করুন যেমনি প্রত্যেক নবীকে করে থাকেন। হে আল্লাহ, নবীজিকে উসিলার দায়িত্ব অর্পন করুন, তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব, সুমহান মর্যাদা দান করুন। আর বেহেশতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসিত স্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

■ হযরত রাসুলুল্লাহর (স.) উসিলা দিয়ে তাঁর দরবারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে শাফায়াতের দোয়া করুন।

(তিনবার) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ

وَاَتَوَسَّلُ بِکَ اِلیٰ اللّٰهِ اَنْ اَحْیِیَ عَلیٰ سُنَّتِکَ وَمِلَّتِکَ وَاَمُوْتَ عَلیٰ دِیْنِکَ وَمُحَبَّتِکَ.

উচ্চারণঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ আসআলুকাশ শাফাআতা (তিনবার) ওয়া আতাওয়াস্‌সালু বিকা ইলাল্লাহি আন আহয়া আলা সুন্নাতিকা ওয়া মিল্লাতিকা ওয়া আমুতা আলা দ্বীনিকা ওয়া মুহাব্বাতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সুপারিশ চাইতেছি (তিনবার)।

আপনার মধ্যস্থতায় আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনার সুন্নত ও প্রচারিত দ্বীনের উপর বেঁচে থাকতে পারি। আর আপনার দ্বীনের উপর এবং আপনার ভালবাসা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি।

এরপর নিচের আয়াতটি পড়বেন -

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّاباً رَّحِيْماَ.

অর্থঃ আর যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর আপনার নিকট উপস্থিত হত ও আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুল (স.) ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে তারা আল্লাহ পাককে অবশ্যই তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত। সূরা-আন্-নিসা, আয়াত-৬৪।

হযরত রাসুলূল্লাহ (স.) এর দরবারে সালাম আরজ করার পর দুই হাত ডান দিকে করে দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (র.) এর খেদমতেও সালাম আরজ করে বলুন-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
وَثَانِيَهُ فِىْ الْغَارِ وَرَفِيْقَهُ فِىْ الْاَسْفَارِ
وَاَمِيْنَهُ عَلىٰ الْاَسْرَارِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقَ
رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْکَ وَاَرْضَاکَ

جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসুলের প্রিয় খলিফা হেরা-গুহার দ্বিতীয়জন, তাঁর একান্ত সফরসঙ্গী, তাঁর গোপন বিষয়সমূহের বিশ্বস্ত রক্ষক আবু বকর ছিদ্দীক (র.), আপনার সমীপে সশ্রদ্ধ সালাম জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আপনার উপর মহাখুশি যেমনি আপনিও তার প্রতি অনুভব করেন। আল্লাহ উম্মাতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিময় প্রদান করুন।

■ তারপর আরও দুই হাত সরে ডান দিকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (র.) এর খেদমতেও সালাম আরজ করুন বলুন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

عُمَرُ الْفَارُوْقَ اَلَّذِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَمَيِّتًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْكَ وَاَرْضَاكَ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থঃ হে মুমিনদের আমির ওমর ফারুক (র.) আপনার উপর অমিয় শান্তি বর্ষিত হউক। যার হাত দিয়ে আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেছেন (পৃথিবীর বুকে)। হে মুসলমানদের অবিসংবাদিত ইমাম, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই যিনি পরিতুষ্ট। আল্লাহও আপনার উপর সন্তুষ্ট, যেমনি আপনিও তার উপর সন্তুষ্ট। উম্মাতে মুহাম্মাদী (সঃ) এর পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

■ এরপর আল্লাহর হাবিবের উছিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারেও দোয়া করুন।

■ মদিনা মুনাওয়ারা অবস্থানকালে রওজাপাকে যেয়ারতসহ রেয়াজুল জান্নাত, আসহাবে সুফ্ফা ও রিয়াজুল জান্নাতে অবস্থিত স্তম্ভ সমূহে বরকতের জন্য নফল নামাজ পড়বেন।

আর পর পর ৪০ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে নববীতে মুহ্তরম ইমামের পেছনে তকবীর উলার সাথে পড়তে সচেষ্ট থাকবেন।

জেয়ারতগাহঃ জান্নাতুল বক্বী

জান্নাতুল বক্বী মসজিদে নববীর বাবে জিব্রিলের সোজা প্রায় ২৫০ মিটার পূর্ব দিকে। এখানে হযরত ফাতেমা (র.) হযরত রোকেয়া (র.) হযরত উম্মে কুলসুম (র.) হযরত যয়নব (র.) হযরত আব্বাস (র.) রসুলে পাক (স.) এর সকল সহধর্মীনিগণ (হযরত খাদিজা (র.) ও হযরত মায়মুনা (র.) ছাড়া) হযরত ওসমান (র.) হযরত ইব্রাহীম ইবনে রাসুলিল্লাহ (স.) হযরত হালীমা (র.) হযরত ইমাম হাসান (র.) হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন (র.) হযরত ইমাম বাকের (র.) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (র.) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হযরত ইমাম মালেক (র.) এবং শোহাদায়ে উহুদসহ প্রায় দশ হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম এবং লক্ষ লক্ষ আল্লাহর মাকবুল বান্দাহগণ শায়িত আছেন।

যখন জান্নাতুল বক্বীতে প্রবেশ করবেন তখন এভাবে সালাম পাঠ করবেন:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَقِيْعِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنَ الطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ وَاَزْوَاجَ الْمُطَهَّرِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءُ يَا سُعَدَاءُ يَا نُجَبَاءُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

অর্থ: হে জান্নাতুল বক্বীতে শায়িত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের মহিমান্বিত আল্লাহর বান্দারা, আপনারা অপার করুণায় সিক্ত হোন।

হে রাসুলের (স.) পরীক্ষিত সাহাবীরা, হে রসুল পরিবারভুক্ত সমাদৃত ও পবিত্র সদস্যবৃন্দ ও রসূলের পুত:পবিত্র সহধর্মিণীগণ, আপনাদের উপর অমিয় শান্তিধারা প্রবাহিত হউক। হে শাহাদতের অমিয়সূধা পানকারীগণ, হে সৌভাগ্য শালীরা, হে কুলীনগণ, আপনাদের উপর নাযিল হউক শান্তি, রহমত ও অফুরন্ত কল্যাণ।

■ অতঃপর নূন্যতম পক্ষে কয়েকবার করে সূরা ফাতেহা, সূরা এখলাস ও দরুদ শরীফ পড়বেন আশা করি।

জান্নাতুল বক্বী ছাড়াও মদিনা মুনাওয়ারায় আরও ৪টি প্রসিদ্ধ জায়গা তথা শোহাদায়ে ওহুদের যেয়ারতগাহ, মসজিদে কুবা, মসজিদে কেবলাতাঈন, মসজিদে খন্দক-এর যেয়ারত করবেন।

বরকতের জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করবেন। আর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করবেন।

■ উপরোক্ত চার জায়গা ছাড়া মদিনা মুনাওয়ারার অন্যান্য মসজিদ ও পবিত্র স্থানসমূহে বিশেষ গাড়ীর ব্যবস্থাসহ প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কোন সফরসঙ্গী থাকলে সেগুলোর যেয়ারত করা সম্ভব হবে।

মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন এবং হজ্বে মকবুল নসীব করুন।

আমিন ॥